দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 SEP 2008
পৃষ্ঠা - ৭ - কলাম - ৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর এবং ক্লাসে

ড. এ.এইচ.এম. জেহাদুল

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বাণিজ্যিক ও আবাসিক
এলাকায় গড়ে উঠার কারণেও যে যানযট
ঘটতে পারে, সেটি ভাবা কোনক্রমেই অমূলক
বরং এটি একটি যথার্থ, এবং বাস্তব পর্যবেক্ষণ
আমাদের ধারণা। সাম্প্রতিক সময়ে, ধানমন্ডি,
ান, উত্তরাসহ অনেক ব্যস্ততম এলাকাগুলোর
সড়কের উপর বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে
হ, এবং এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্লাস শুরু
শেষ হবার সময় এক অসহনীয় যানযটের সৃষ্টি
এই যানযট প্রকারান্তরে, বিভিন্ন লিংক
গুলোতেও চাপ সৃষ্টি করে, যার কারণে প্রতিদিন
ীয় ট্রাফিক-জ্যামকে কেন্দ্র করে নগরবাসীর
শ্রমঘন্টা বিনষ্ট হয়। এইসব শিক্ষা
ানগুলোর নিজস্ব কোন পার্কিং-স্পেস নাই এবং
কারণে, স্কুল, কলেজ ও বেসরকারি
বদ্যালয়গুলোর ক্লাস চলার সময়, ঐ এলাকার
-ঘাটগুলো মূলত একটি অঘোষিত পার্কিং স্থান
বে সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এতে
নগরীতে স্বাভাবিক যান চলাচল বন্ধ হয়ে এক
হ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

নগরীর যানযটের বিষয়টি বিবেচনা করে তাই
ত যৌক্তিকভাবে সরকার অতি সম্প্রতি ঢাকার
প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে দু'টো বাস্তবধর্মী সিদ্ধান্ত
করেছে : তার মধ্যে একটি হলো, ঢাকা শহরের
সিক এলাকা ও বড় রাস্তার উপরে গড়ে ওঠা শিক্ষা
ানগুলোকে অন্যত্র নিজ জমিতে সরিয়ে নেয়া,
অন্যটি হলো, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকাল সাড়ে
টায় ক্লাস শুরু করা। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার
তিত্বে গত ২১ আগস্ট এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে
সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে,
প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্যত্র সরিয়ে নেবার জন্য তিন
র সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়, এবং কার্যকর ব্যবস্থা
র জন্য ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে
াধ করা হয়েছে। এই পরিপত্র জারি হবার পর
, জনমনে এই সম্পর্কে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য
গেছে। অনেকেই এটিকে প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে
করেছেন আবার অন্যদিকে, কেউ কেউ এই
ন্তকে বাস্তব সম্মত নয় বলে উল্লেখ করেছেন। যাই
, একজন সাধারণ পর্যবেক্ষক হিসাবে এ সম্পর্কে
কিছুটা বাস্তবধর্মী এবং নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ
ন উপস্থাপন করতে চাই।

া সকলেই এটি জানি যে, ঢাকা শহর গড়ে ওঠার
থেকে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে, ব্যক্তি বা
রি প্রচেষ্টায় এখানে এলাকাভিত্তিক লোকেশনে,
ও কলেজ গড়ে উঠতে থাকে। তখনও ঢাকা এতটা
ম নগরী ছিল না, এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই
ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তখন নগরীতে সেই অর্থে
জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে
জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া, এবং সেইসাথে
সাম্প্রতিককালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ন্ত্রিত
শনের কারণে, নগরীতে প্রচন্ড যান
া সৃষ্টি হচ্ছে। সম্প্রতি, আবাসিক এলা
পাশে অসংখ্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যা
, এই সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ
রি সিদ্ধান্ত যে মূলত সেই কারণেই এসে
আমাদের অসুবিধা হয়নি।

দের দেশে বিগত চার-পাঁচ বছরে
দ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অতিদ্র
শিক্ষার ক্ষেত্রে এইসব প্রাইভেট বিশ্ববি
নও যে রয়েছে অপরিসীম সেটি সর্বজ

সমস্যা হলো দেশের ৫১টি প্রাইভেট
দ্যালয়ের মধ্যে ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয়ই ঢাকায়
ত। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশই
উঠেছে, ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, বারিধারা এবং
র আশেপাশের বড় রাস্তা ও আবাসিক
গুলোকে ঘিরে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো
এলাকাগুলোতে গড়ে উঠার পেছনে একটা বাস্তব
অবশ্য রয়েছে। আমরা সবাই জানি যে, প্রাইভেট
দ্যালয়ের টিউশন ফি প্রচণ্ডভাবে বেশী এবং
ত্র ঐসব এলাকার ধনাঢ্য পরিবারের সদস্যরাই
এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশুনা করতে পারে। বাণিজ্যিক দিকের কথা বিবেচনা করে, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতাগণ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এই এলাকাগুলোকে বেছে নিয়েছে বলে আমাদের ধারণা। প্রথম থেকেই আমাদের কর্তৃপক্ষ এইসব বিশ্ববিদ্যালয়কে অত্র এলাকাগুলোতে লাগামহীনভাবে গড়ে তুলবার অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য-সমস্যাগুলোর কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা করেননি; এবং বর্তমানে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একযোগে সরিয়ে নেবার, প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এর আগেও রাজনৈতিক সরকারগুলো আবাসিক এলাকা থেকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সরিয়ে নেবার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল কিন্তু বাস্তবে তা ফলপ্রসূ হয়নি; কিন্তু বর্তমানে সরকারী আদেশ যেন কিছুইতেই লঙ্ঘিত না হয়, সে বিষয়ে সরকারকে সচেষ্ট থাকতে হবে। বস্তুত ঢাকায়, আমাদের অগণিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কার্যতঃ বাণিজ্যিক ও আবাসিক এলাকায় বাড়ী ভাড়া করে চলবার কথা নয়, কেননা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিজস্ব ভবনে এবং নির্দিষ্ট জমির উপরই তাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার কথা। কিন্তু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কখনই সেই নিয়ম মেনে চলেনি।

এবার আসা যাক, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকাল সাড়ে সাতটায় ক্লাস শুরু করার সময় নির্ধারণ প্রসঙ্গ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস সময়সূচী একই হবার কারণে, ঢাকার রাস্তা-ঘাটগুলোতে কিছু বিশেষ বিশেষ সময়ে, প্রচণ্ড যানযটের সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সময়সূচী পরিবর্তনের জন্য ইতিপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছিল এবং তখনই স্কুল শুরুর সময়কে এগিয়ে নেয়ার চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে উচ্চ-পর্যায়ের সভায়ও এটি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয় বলে জানা যায়। তারই ফলশ্রুতিতে ঢাকায় অবস্থিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সকাল সাড়ে সাতটায় ক্লাস শুরু করার আদেশ জারী করা হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা-কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই সিদ্ধান্তে কিছুটা নমনীয় হলেও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'-একজন সম্মানীত উপাচার্য নাকি এই মর্মে উল্লেখ করেছেন যে তাদের ছেলেমেয়েরা এত ভোরে ক্লাস করায় অভ্যস্ত নয়। এই ধরনের মনোভাব প্রকাশ করায় সত্যিকারভাবে আমরা বেশ ব্যথিত হই এই কারণে যে, প্রত্যুষে তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ক্লাস শুরু করে। অনেক দেশের উদাহরণ দেবার প্রয়োজন এখানে আছে বলে মনে করি না, তবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়, মালয়েশিয়ায় আমি দেখেছি যে আমাদের ঘুম ভাঙ্গার আগেই ভোর সাতটার মধ্যেই, স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে স্কুল বাসে উঠে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও সকাল ৮টায় ক্লাস শুরু হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, বাস্তবতা এমন যে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নকালে প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যেও আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে সকাল ৭টার মধ্যে স্কুল

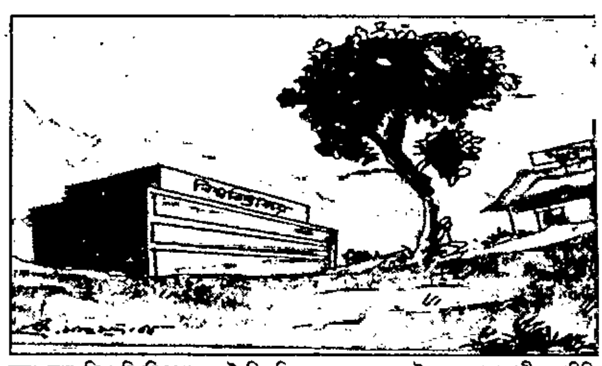

বাসে তুলে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটে গিয়েছি। এমন প্রতিকূল এবং বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও সেখানে স্কুল সময়সীমার কখনও কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং তাদের ছেলেমেয়েরা নির্বিধায় অতি ভোরেই ক্লাসে উপস্থিত হয়ে যায়।

বংশপরম্পরায় আমাদের দেশে, আমরা অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠতে অভ্যস্ত। ঐতিহ্যিকভাবেই, গ্রামে আমরা রাত্রিতে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি এবং অতি ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমাদের
দৈনন্দিন কাজকর্ম শুরু করি। বলতে দ্বিধা নেই যে, এই বাস্তবসম্মত সিস্টেমটিই মেনে চলছে, পাশ্চাত্য জগৎ এবং পৃথিবীর অনেক দেশ। কিন্তু আমাদের দেশেই শুধুমাত্র এর ব্যতিক্রম ঘটে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা এবং দেরী করে ঘুম থেকে উঠা আমাদের দেশে এক ধরনের 'শহুরে ফ্যাশন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের এই সিস্টেমের সাথে চলতে অভ্যস্ত করে ফেলেছি। সেই কারণেই, আমার ব্যক্তিগত ধারণা হলো যে শুধুমাত্র ট্র্যাফিক-জ্যাম কমানোর জন্যই
আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বংশ
অথচ যৌক্তিক এইসব 'normativ
সাথে 'readjust' করার শিক্ষা প্রদা
উপযোগী। উপরোক্ত বক্তব্যের আলো
বলা চলে যে ভোর সাড়ে
প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্লাস শুরু ব
সামগ্রিকভাবে এবং আমাদের ভবিষ্য
ও নৈতিক শিক্ষার বিবেচনায় যথার্থ হ
কিছু কিছু স্কুল ও কলেজ সরকারী আ
সাথেই তা কার্যকর করেছে।

তবে এই ক্ষেত্রে ভাড়া বাড়ী ও বাণিজ্যি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নেবার যে সময়
হয়েছে তা আমার দৃষ্টিতে কিছুটা অপ
মনে হয়। সেই ক্ষেত্রে সম্ভব হলে, এই
২০০৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার বিষয়টি
করে দেখতে পারেন। এর পরেও মনে
স্থান পরিবর্তনের এই বিষয়টি শুধু
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য
ছোট ছেলে-মেয়েদের স্কুলের বিষয়ে এ
না হলেই ভাল হয়। যানজট এড়াবা
ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুল বাস ব্যবহার
দেয়া যায়। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য
পরিবহন ব্যবহার সমীচীন নয়, কে
অহেতুক রাস্তার গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পা
স্কুল বাসে একসঙ্গে ৫০ থেকে ৫২ জ
যেতে পারে। শ্রেণী-মর্যাদার দিক
প্রশংসনীয়, কেননা এতে ধনী-দরিদ্র
মেয়েরা একই পরিবহন ব্যবহার করে

বলিভ
অবস্থা
পান্ডো প্রদেশে

বলিভিয়ার বামপন্থি সরক
অবরুদ্ধ অবস্থা এবং সামরিক
মোরালেস এবং প্রাদেশিক
সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন নিহত
পাঠানো হয়েছে। এখানে ৬টি
প্রেসিডেন্টের সমর্থক ও বিরোধী
বিক্ষোভ এবং বহিরাগতদের প্র
খবর রয়টার্স, এপি ও এ
ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র নমনীয় ভূমি
করছেন। ভেনিজুয়েলা ও বলি
পাল্টা জবাব হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র
রাষ্ট্রদূত গুস্তাভো গুজম্যানকে

ইরাকে গ

ইরাকের রাজধানী বাগদা
একটি পুলিশ স্টেশনের বাইরে
আহত হয়েছেন। পুলিশ একথা
প্রধান সালাউদ্দিন প্রদেশ। এখা
রয়টার্সকে জানিয়েছেন, হামলায়
জানিয়েছেন, এটা ছিল আত্মঘাত
থেকে এ হামলা হয়। পুলিশ জা
অনেক মানুষ ছিল। তারা আ
রয়েছে। হামলাটি আল কায়েদা

ছাদ চুয়ে
আধুনিক পদ্ধতিতে ছাদ চু
ও পানি নিরোধী বিকল্প
রে
বাড়ি# ৭৮/১২ (৪র্থ তলা) চেয়

সুলভ
ঢাকার পোস্তগোলা
মাত্র ১০মিনিটের